



পৃথিবীর তরে বহু মানুষ রেখে  
গিয়েছেন বহু মহৎ কর্ম। অনেকে  
তাদের জীবদ্দশায় তাদের কর্মের  
স্বীকৃতিটুকুও পাননি। এমনই একজন  
কীর্তিমান মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রের জোহান  
মেডেল। তাই তাকে নিয়ে আজ  
আমাদের গল্প।

## মেডেল

শাহরিনা শান্তমা

শাহনূরমা শান্তমা





ঘণ্টা বাজছে.. চার্চের ঘণ্টা...



রাত কত প্রহর হল? তবে কি আমার সময় আর আসবে না?



আর কত খাটবে জোহান?  
অনেক তো হলো। ভুলে যাও  
এসব রিসার্চ। নিজের শরীরের  
কথা ভাবো!

ডারউইনের তত্ত্বকে আমি  
আমার চোখে দেখেছি।  
আমার সময় আসবে বন্ধু,  
আমার সময় আসবে।



শেষ মুহুর্তে জীবন আজ যেন একটি অ্যালবাম আর স্মৃতিগুলো যেন শুধুই স্থিরচিত্র। গরীব চাষির ছেলে আমি, হেইনজেনডোর্ফ গ্রামে বাবার সাথে ফলের বাগানে কাজ, পাশাপাশি গ্রামের স্কুলে ৮০ জন শিক্ষার্থীর সাথে পড়তে লিখতে শেখার দিনগুলো একেবারে মন্দ ছিল না। শেখার আগ্রহ ছিল আমার।



তাইতো স্যার থমাস মাকিন্তা  
বললেন গ্রাম থেকে ১৩ মাইল দূরে  
লিপনিকে ভালো স্কুলে পড়তে যাবার কথা।



গরীব অসহায় বাবা  
চাননি দূরের স্কুলে  
পড়াতে। কিন্তু তিনি  
জানতেন লেখাপড়াই  
মুক্তি দিতে পারে  
জমিদারের দাসত্ব থেকে।

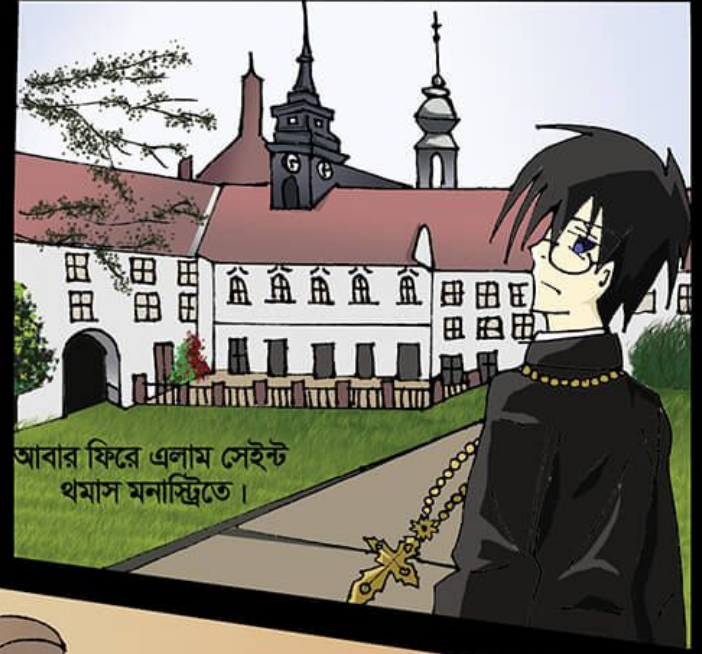
স্কুল শেষ করে কলেজে পড়ার সময় দারিদ্রের সেই শিকল আবার  
আমার পায়ে বেড়ি পড়ালো। চাকুরি খুঁজেছি ছাত্র পড়াবো বলে,  
পেলাম না। অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এক বছর পর ফিরে গেলাম  
কলেজে। কিন্তু হায়! অসুখ যে আমার পিছু ছাড়ে না। দুই বছর  
পর পড়া শেষ না করেই ফিরে এলাম।



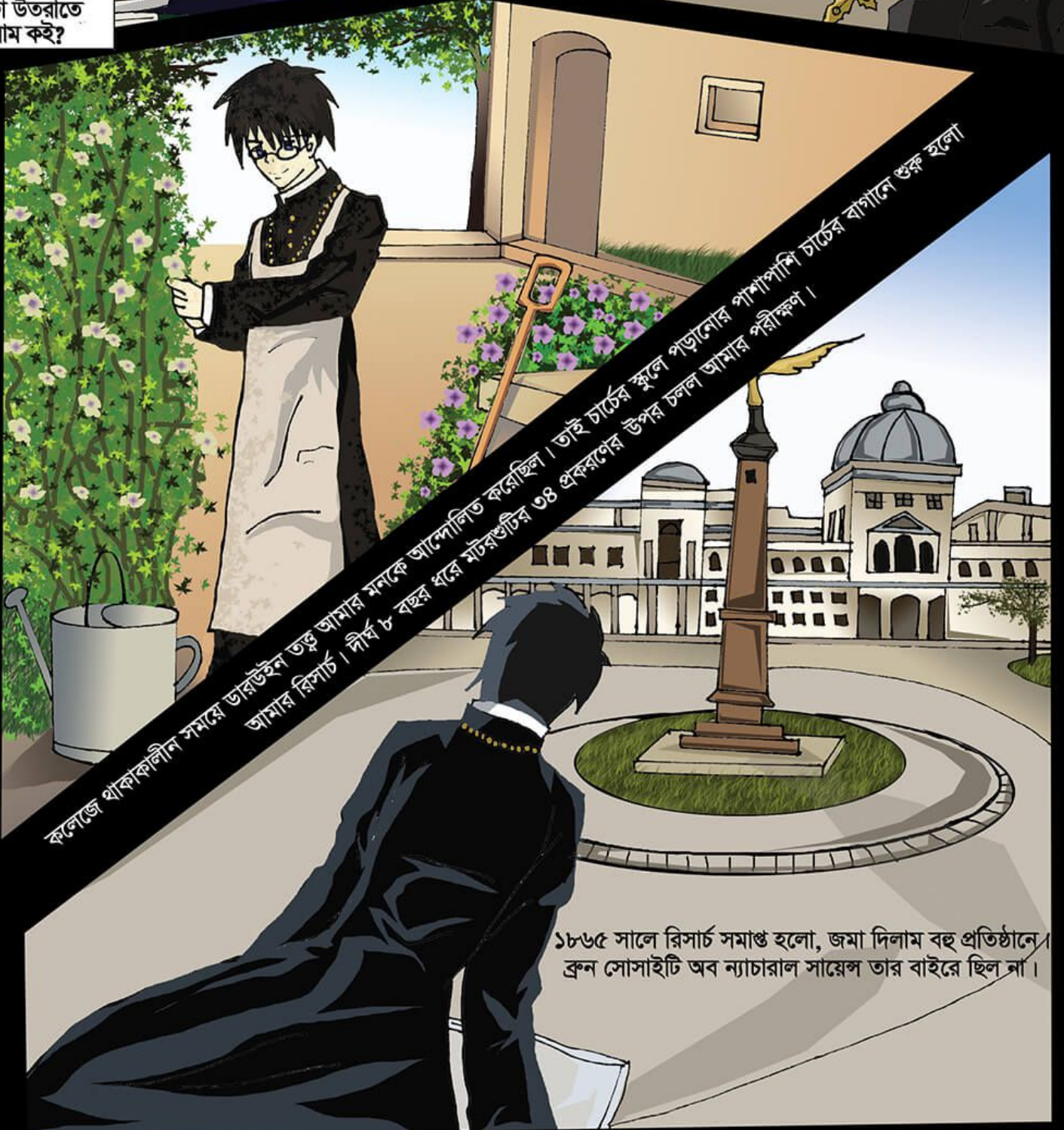
২১ বছর তখন  
আমার সন্ন্যাসী জীবন  
গ্রহণ করলাম।  
৪ বছর পর হলাম  
ধর্মযাজক। নাম  
হলো গ্রেগর।



সন্ন্যাসী জীবনে  
কিছুদিন অবসর  
নিয়ে ১৮৫১  
সালে ভিয়েনা  
বিশ্ববিদ্যালয়ে  
বিজ্ঞান ও গণিত  
শাস্ত্রে পড়াশুনা  
চালালাম। ভাবলাম  
নিজের শিক্ষা ছড়িয়ে  
দেবো তাদের মাঝে  
যারা আমার মতই  
জ্ঞানপিপাসু। কিন্তু  
বিধাতার কি অদ্ভুত  
পরিহাস আমার  
সাথে। তিনবার  
পরীক্ষা দিয়েও  
শিক্ষক নিয়োগ  
পরীক্ষা উত্তরাতে  
পারলাম কই?



আবার ফিরে এলাম সেইট  
থমাস মনাস্ত্রিতে।



ফলেজে থাকাকালীন সময়ে ভারউইন তত্ত্ব আমার মনকে আন্দোলিত করেছিল। তাই চার্চের স্থলে পড়ানোর পাশাপাশি চার্চের বাগানে গুরু হলো আমার রিসার্চ। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে মটরগুটির ৩৪ প্রকরণের উপর চলল আমার পরীক্ষণ।

১৮৬৫ সালে রিসার্চ সমাপ্ত হলো, জমা দিলাম বহু প্রতিষ্ঠানে।  
ব্রন সোসাইটি অব ন্যাচারাল সায়েন্স তার বাইরে ছিল না।



রেখে যান।

স্যার লেখাটা একবার  
পড়ে দেখুন!



কি রেখে যাবে?

স্যার!



স্যার, এসব নিয়ে  
আপনি মাথা ঘামাবেন না।  
আমরা সামলে নেবো।



কি সামলে নেবে?  
এটা বিজ্ঞানের জায়গা,  
ধর্মশালা না!



কি নাম  
আপনার?  
গ্রেগর হাহ্!



দূর হন এসব  
কাগজ নিয়ে,

যত্নসব  
আবর্জনা!



আপনি রেখে যান।  
আমরা দেখব।



ঈশ্বর! এত চেষ্টা, সাধনা, যুদ্ধ সবই কি বৃথা? তবে কি আমিই ভুল, ব্যর্থ। বংশগতির পরিব্যাপ্তি, নতুন প্রকরণের সৃষ্টি  
কি তারা দেখবে আমার চোখে। কি করলাম ১৮ বছর ধরে?



তবে কি আমার  
সময় আর আসবে না



১৮৮৪ সালের  
কত তারিখ  
আজ?

কেউ কি মনে রাখবে...



হতে পারে মেডেলের সাথে আমাদের তত্ত্বের মিল আছে। তাই বলে সর্বসত্ত্ব তাকে দিতে হবে নাকি? জিনতত্ত্ব তো আমরাও আবিষ্কার করেছি। না আমি পারব না কোরেপ!

মেডেলকে যদি কৃতিত্ব নাই দেই তবে কৃতিত্ব কার হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব হবেই। আমরা তিনজনই একই সময়ে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। সেক্ষেত্রে আমি এরিক সেরম্যাক আমার জায়গা ছাড়বো না।

আমার মনে হয় কোরেপও তার জায়গা ছাড়বে না, ব্রিস।



কার্ল কোরেপ, এরিক সেরম্যাক ও হুগো ডি ব্রিস এর বৈঠক



তত্ত্ব জমা দেবার সময় আমরা পেয়েছি এই তত্ত্ব আমাদের আগেই কেউ রেখে গেছে। তাহলে সেই তত্ত্ব কি করে আমাদের হয়? তাই ব্রিস, সেরম্যাক এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত, মেডেল তার জীবন দিয়ে গেছে, সত্য সে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, কিন্তু তার তত্ত্ব আর আমাদের জিনতত্ত্ব কোনো পৃথক ধারণা নয়।

অতএব মেডেলই হবে জিনতত্ত্বের জনক।



উইলিয়াম বেটসন!

হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন কোরেপ।



বেটসন আপনিও!



হ্যা ভিস,  
সত্য কখনও মিথ্যা হয়  
না আর সময় একদিন  
ঠিকই আসে।



মেন্ডেলের সমাধিক্ষেত্রে কার্ল কোরেল ও উইলিয়াম বেটসন



মেন্ডেল, আজ আপনি নেই কিন্তু আপনি বেঁচে থাকবেন আপনার কাজের মধ্য দিয়ে। তাই আজ থেকে আপনি শুধু ধর্মযাজক না।



আপনি বংশগতিবিদ্যার জনক

থ্রোগর জোহান মেন্ডেল